উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ জানুয়ারি ২০১৯

রাজেশ–রফি স্মরণ

জলপাইগুড়ির ফ্রেন্ডস অফ দি সোসাইটির উদ্যোগে অভিনেতা রাজেশ খান্না ও সংগীতশিল্পী মহম্মদ রফির স্মরণে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সভাপতি জ্যোতিপ্রসাদ রায়। সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন ঝন্টু ঘোষ, কৌশিক দেব, প্রদীপ দেব, সুমিত দত্ত, ঝুলন দত্তগুপ্ত প্রমুখ।

ময়মনসিংহ প্রাক্তনী

উদ্দেশ্য বলতে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন। এই লক্ষ্যেই 'ময়মনসিংহ প্রাক্তনী'–র শিলিগুড়ি শাখার সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা কিছুদিন আগে এক অনুষ্ঠানে এক হয়েছিলেন। সংগঠনটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট। সভার শুরুতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক বীরেন চন্দ। ময়মনসিংহের স্মৃতি ও ইতিহাসকে সজীব রাখতে প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে জানান চিকিৎসক ডাঃ শেখর চক্রবর্তী। সভাপতি সুনীলরঞ্জন রাউত তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি করে সংগঠনে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ ডঃ সঞ্জীবন দত্তরায়, হলদিবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপককুমার দত্ত, শিক্ষক–কবি সুজয়কান্তি তরফদার, অসীম অধিকারী, সমরেন্দ্রমোহন ভৌমিক প্রমুখ। সভা চলাকালীন ময়মনসিংহ প্রাক্তনীর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি 'ময়মনসিংহ রত্ন' প্রাপ্ত পিসি সরকারকে শিলিগুড়ি শাখার প্রাক্তনীদের তরফে সংবর্ধিত করা হয়।
—দিলীপকুমার চন্দ

মুক্তাঙ্গন নাট্যোৎসব

জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগে সম্প্রতি জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রয়াস হলে আয়োজিত মুক্তাঙ্গন নাট্যোৎসব অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সহকারী শ্রম অধিকারিক অঙ্কন চক্রবর্তী। স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি কোচবিহার, কলকাতা ও ঝাড়গ্রামের নাট্যশিল্পীরা উৎসবে যোগ দেন। সংগঠন সদস্যা মৌসুমি কুণ্ডু জানান, উৎসবে পরিবেশিত জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটার নিবেদিত 'মুক্তধারা', কোচবিহারের নাট্যগোষ্ঠী মৃত্তিকার 'ফেলানি', ঝাড়গ্রাম নাট্যগোষ্ঠীর 'লাশকাটা ঘরে', কলকাতার ইচ্ছেযাপন নাট্যগোষ্ঠীর 'এটা নাটক নয়' দর্শকদের রীতিমতো মোহিত করে।
—গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়

সুভাষ স্মরণ

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম শতবর্ষকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ির ফ্রেন্ডস অফ দি সোসাইটির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা হল। কবি সুভাষের সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরের যোগ ও তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন ড. রোহিত মিত্র। অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন জ্যোতিপ্রসাদ রায়। আলোচনায় অংশ নেন কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায়, উমেশ শর্মা, সন্দীপ গুণ প্রমুখ। কবি সুভাষের কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনায় ছিলেন কবি সপ্তাশ্ব ভৌমিক। স্বরচিত কবিতাপাঠে ছিলেন সরোজ চৌধুরি, কল্যাণ চক্রবর্তী, প্রদীপ দেব প্রমুখ। আবৃত্তি করে শোনান সঞ্চালী রায়, পূর্ণিমা বসু, শুভ্রাংশু চাকি, রুমি নাহা, পারমিতা কর বিশ্বাস, তিলক গুপ্ত ভায়া। বাচিকশিল্পী সুজাত করকে সংবর্ধিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, ধীরাজমোহন ঘোষ, প্রসাদ রায়, দিগন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ।
—জ্যোতি সরকার

হিমির বই

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি সুভাষ ফাউন্ডেশনের কক্ষে সাহিত্যিক বিপুল দাসের হাত ধরে গল্পকার হিমি মিত্র রায়ের গল্প সংকলন 'সব গল্পই প্রেমের নয়' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল। উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান গল্পকার অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, ভ্রমণ লেখক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, মুজনাই পত্রিকার সম্পাদক শৌভিক রায়, দাগ পত্রিকার সম্পাদক মনোমিতা চক্রবর্তী প্রমুখ। গল্পপাঠের আসরে হিমির পাশাপাশি শামিল হন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, তনুশ্রী পাল, শ্বেতা সরখেল প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন প্রদোষরঞ্জন সাহা। গান গেয়ে শোনান উইনি রায়। *—নিজস্ব প্রতিবেদন*

আগডুম বাগডুম

সম্প্রতি দিনহাটার নাজিরগঞ্জে আগডুম বাগডুম পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি ছড়াকার শুভাশিস দাশ, প্রাবন্ধিক সম্রাট দাস, অভিজিৎ দাস, আমিনাল হক, বিজন দে ও পত্রিকার দুই সম্পাদক আরিফুল ইসলাম ও আছির আলি শেখ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পত্রিকার মোড়ক উন্মোচনের পর বিভিন্ন ব্যক্তি পত্রিকার বিষয়ে আলোচনা করেন।আগডুম বাগডুম পত্রিকার দপ্তরে এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।
—অঘোর সাধু

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উদয়শংকর ডান্স ফেস্টিভ্যাল ২০১৮–র ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

প্রেরণায় পুরস্কার

৩০ ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চ যেন ছিল তারায় তারায় খচিত। উপলক্ষ্য ছিল চতুর্থ নর্থবেঙ্গল সিনে অ্যাওয়ার্ড–১৮। উত্তরের পাহাড়, নদী, বন পেরিয়ে, চা বাগিচার সতেজ, সবুজ স্বপ্ন চোখে নিয়ে এই অ্যাওয়ার্ড নিতে এসেছিলেন বিভিন্ন শাখার উজ্জ্বল একঝাঁক তারকা। নর্থবেঙ্গল ফিল্ম, টেলিভিশনস আর্টিস্টস অ্যান্ড টেকনিশিয়ানস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের পুরস্কৃত করল, সম্মানিত এবং সংবর্ধিত করল। এই সমারোহ উত্তরের সঙ্গে একই মঞ্চে মিলিয়ে দিল কলকাতার চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত শিল্পী এবং কলাকুশলীদেরও।

বাংলা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে উত্তরবঙ্গের মাহাত্ম্য

যাঁরা সিনেমা বানান, তাঁদের কাছে উত্তরবঙ্গ মানেই আদর্শ এক শুটিং স্পট। কিন্তু এখানেও যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত হচ্ছে কাজ, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনকে আঁকড়ে অনেকেই যে এখানে রুটিরুজির জোগাড়ে ব্যস্ত, তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। উত্তরের এই শিল্পী ও কলাকুশলীদের আরও ভালো কাজের প্রেরণা জোগাতে গত কয়েক বছর ধরে এঁদের সম্মানিত করে আসছে উত্তরবঙ্গ ফিল্ম, টেলিভিশন শিল্পী ও কলাকুশলী কল্যাণ সমিতি। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল চতুর্থবারের পুরস্কার–সন্ধ্যা। দীনবন্ধু মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ছন্দা দে মাহাতো

চিরদিনই আদর্শ শুটিংস্পট হিসেবে। কিন্তু এখানেও যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ হচ্ছে, এখানেও যে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন শিল্পের বিভিন্ন শাখার বহু মানুষ নীরবে কাজ করে চলেছেন এবং তাঁদের প্রতিভাও যে একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয় তা চোখে আঙুল দিয়ে আর একবার দেখিয়ে দিল উত্তরবঙ্গ ফিল্ম, টেলিভিশন শিল্পী ও কলাকুশলী কল্যাণ সমিতি। এই সংস্থা গত তিন বছর ধরে উত্তরবঙ্গের শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্মানিত করে আসছে। সংস্থার সম্পাদক সঞ্জয় বর্মন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, এভাবে চলতে চলতেই একদিন এখানে নর্থবেঙ্গল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন শিল্পের নির্মাণ নিয়ে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাও চালু হবে।

বিভিন্ন বিভাগে উত্তরবঙ্গের যেসব শিল্পী এবার সম্মানিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন–এ বছরের সেরা নেপালি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী চাঁদনি প্রধান (দার্জিলিং), ফিল্ম–পরিণতি। সেরা অভিনেতা সত্যা সিং (ডুয়ার্স), ফিল্ম ক্যায়সেঁ জিনা তোর বিনা। সাদরি ভাষার এই ছবিটির জন্য এ বছরের সেরা কাহিনিকারের সম্মান পেয়েছেন অশোক লোহার। নেপালি ভাষার ছবির জন্য সেরা পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন মিরিকের কৈলাস রাই (ফিল্ম–পরিণতি) এবং দার্জিলিংয়ের জন রাই (ফিল্ম–ফ্রেন্ডস)। সেরা নেপালি ছবির প্রযোজক কিশোর অধিকারী। উত্তরবঙ্গের সেরা প্রযোজক নমিতা সিং। রাভা ভাষায় তৈরি প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি মিচিক–এর জন্য সম্মানিত হয়েছেন জলপাইগুড়ির কৃষ্ণেন্দু রায়। রাজবংশী ভাষার স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির জন্য সম্মানিত হয়েছেন রাজগঞ্জের চিত্রপরিচালক বিন্দুবিকাশ বর্মন। সূর্যাপুরি ভাষার ছবি সনবহিন–এর জন্য সম্মানিত হয়েছেন শাহেনশা আলম। এছাড়া স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাহিনিচিত্রের জন্য সেরার সম্মান পেয়েছেন দিনহাটার অলক সাহা এবং

কোচবিহারের চিকিৎসক মহম্মদ রাশেদ রহমান পেয়েছেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাহিনিচিত্রে এ বছরের সেরা অভিনেতার সম্মান। কলাকুশলীদের মধ্যে সেরাদের তালিকায় রয়েছেন সিনেমাটোগ্রাফি রত্নজিৎ রায় (শিলিগুড়ি), চলচ্চিত্র সম্পাদনা রক রাজ (ডুয়ার্স)। নবাগতা নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী সুপর্ণা ঘোষ, রূপসজ্জা সঞ্জয় দেবনাথ (মাটিগাড়া), নেপালি মিউজিক ভিডিয়ো গায়িকা সংগীতা গুরুং (দার্জিলিং), বাংলা মিউজিক ভিডিয়ো গায়ক অরিজিৎ দত্ত (কলকাতা)।

চতুর্থ নর্থবেঙ্গল সিনে অ্যাওয়ার্ড–২০১৮ সমারোহকে আধুনিক এবং সময়োপযোগী কোরিয়োগ্রাফির ভাবনায় বর্ণাঢ্য এবং ছন্দময় করে তোলেন সোনার তরী নৃত্য সংস্থার কর্ণধার নৃত্যশিল্পী শুভম ঘোষ ও তাঁর সংস্থার শিক্ষার্থী শিল্পীরা (সূচনা নৃত্য)। এছাড়া মঞ্চে দাপিয়ে সকলকে নাড়িয়ে দিয়ে যায় শিলিগুড়ির জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী ফারহান আলমের ডান্সগ্রুপ, মিরিকের নেপালি নৃত্য সংস্থা এবং জলপাইগুড়ির তন্ময় ডান্স গ্রুপ। সমারোহে সুরের আবির ছড়িয়েছেন তরুণ সংগীতশিল্পী রাজা রায়।

নতুন ধারার বাংলা ছায়াছবির কিংবদন্তি পুরুষ মৃণাল সেনকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গে তারকা ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গরত্ন ডাঃ পিডি ভুটিয়া, বঙ্গরত্ন অধ্যাপক সমর চক্রবর্তী, অভিষেক রায়, তপন রায়, পাপাই দেবনাথ, সঞ্জয় বিশ্বাস, আনোয়ার হোসেন, রাহিদ আলি, মেঘা সাহা, বিনোদ শা সহ আরও অনেকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন অর্পিতা এবং নীতেশ তামাং। মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সদস্য কাজল ঘোষ, জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সদস্য দেবাশিস প্রামাণিক, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রযোজক কৃষ্ণা সিং, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক জগদীশ রায় সহ অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিরা।

নতুন আলো

জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততার সে এক আশ্চর্য আলো। এই আলোতে উদ্ভাসিত হলেন শিলিগুড়ির ৪৯টি নৃত্য শিক্ষায়তনের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সঙ্গে শিক্ষার্থী শিল্পীরাও। দু–দিন ধরে শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে উদয়শংকর ডান্স ফেস্টিভ্যাল ২০১৮–তে দেখা গেল একসঙ্গে নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের সমাবেশ। এই সমারোহের আয়োজনে ছিল অন্য আলো। উৎসবের এবারের শীর্ষনাম ছিল উন্মেষ–২। অনুষ্ঠানের অতিথি ও সব শিল্পীকে নিয়ে প্রদীপ জ্বালানো, প্রয়াত নৃত্যশিল্পী লুনা মিত্রের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, অন্য আলোর সম্পাদক দেবাশিস দে–র স্বাগত ভাষণ এবং দুই বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সংগীতা চাকি ও করবী শর্মাকে সংবর্ধনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই ছিল সব শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সমবেত নৃত্য। এছাড়া দু–দিনের উৎসবে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে প্রথম দিন ২৪টি এবং দ্বিতীয় দিন ২৫টি নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী শিল্পীরা। প্রথম দিনের উল্লেখযোগ্য দলগুলির মধ্যে ছিল প্রগতি নৃত্য গীতি ছন্দ, রিদমিক স্টেপস, নৃত্যমল্লার, নৃত্যারম্ভ, নৃত্যাঙ্গন, সোনার তরী, নূপুর নিক্কন, মঙ্গলম ডান্স একাডেমি, ছন্দমঞ্জরী, সংস্কৃতি, মুদ্রা, মুক্তধারা, ঘরানা, নৃত্যমল্লিকা, নৃত্য মালঞ্চ, সুন্দরম, সৃষ্টি, নৃত্যরঙ্গ, সৃজনী(রুমকি), নৃত্য ঝংকার সহ আরও কয়েকটি দল। দ্বিতীয় দিনে উল্লেখযোগ্য নৃত্য পরিবেশন করেছে ছন্দ মল্লিকা, সুর নৃত্যম, সৃজনী(কুন্দন), নৃত্যাঞ্জলি, শিঞ্জিনী, হিন্দোল, নৃত্যবীণা, তৎকার, সুরবিতান, নৃত্যছন্দম, পদাতিকা, গীতিনৃত্যম, নর্দার্ন ব্ল্যাক রোজ সোসাইটি, অনুরণন, অর্চক, নৃত্য মন্দিরম, নৃত্যকুঞ্জ, প্রতিভা নৃত্য, এসএস কথাকারস, ঘুঙুর, নৃত্যম, রূপ নৃত্যালয় সহ আরও কয়েকটি দল। শিলিগুড়িতে নবীন প্রজন্মের নৃত্যশিল্পীরা যে নৃত্যে চিন্তার সংকীর্ণতা থেকে আপদমস্তক মুক্ত হয়ে আধুনিক বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গি ও মনন নিয়ে উঠে আসছে এই উৎসব তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ধন্যবাদ অন্য আলো–কে শিলিগুড়ির নৃত্যাঙ্গনে নতুন আলো ফেলার জন্য। উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সমর চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানকে অনবদ্য সঞ্চালনায় গেঁথেছেন অমিতাভ ঘোষ। *—নিজস্ব প্রতিবেদন*

উত্তরের কবিমন

পত্রিকার পাঁচ বছর পূর্তি এবং মাসিক আড্ডার ২৪ তম আয়োজন। বোঝাই যাচ্ছে, ধারাবাহিকতায় এঁরা ঈর্ষণীয় জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছেন নিজেদের। সম্প্রতি শিলিগুড়ির ইচ্ছেবাড়িতে অনুষ্ঠিত হল উত্তরের কবিমন পত্রিকার ২৪ তম মাসিক সাহিত্য আড্ডা। পত্রিকার পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই আড্ডায় 'অর্ধেক আকাশ' নামে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়। এদিনের আড্ডায় গল্পকার বিপুল দাস, কবি বিজয় দে ও কবি কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য তাঁদের সাহিত্য চর্চার স্মৃতিচারণ করেন। আলোচনা করেন গল্পকার শুভময় সরকার। গান গেয়ে আসর জমিয়ে দেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৌশিক জোয়ারদার। এছাড়াও মৌকণা, দীপ্তেশ ও অনন্যার গানেও এদিনের আসর অন্য মাত্রা পায়। কবিতা পাঠ করেন তরুণ প্রজন্মের একঝাঁক কবি। উত্তরের কবিমন পত্রিকার সম্পাদক সুভান, সুমন, পঙ্কজ ও শুভ্রদীপের আয়োজনে এদিনের আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রজন্মের লেখালেখির জগতের প্রায় ৫০ জন ব্যক্তিত্ব।
—অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

খন পালাগানের উৎসব

উত্তরবঙ্গ মানেই লোকনাট্য লোকসংগীতের ছড়াছড়ি। কোচবিহার থেকে মালদার শেষ প্রান্তেও শোনা যায় মানুষ আপন মনে সুরের মাঝেই জীবন নিয়ে ডুবে আছে। মাঝে দিনাজপুর। অধুনা দুই দিনাজপুরের নানা প্রান্তে কান পাতলেই লোকনাট্য খন পালাগানের সুর ভেসে আসে। খন গানের উন্নয়নের স্বার্থে সম্প্রতি কুশমণ্ডি কমিউনিটি হলে তিন দিনের প্রতিযোগিতা ও উৎসব হয়ে গেল। এমন এমন উদ্যোগ এর আগে কখনো নেওয়া হয়নি বলে দিনাজপুর খন পালাগান সমিতির সম্পাদক সৌরভ রায় ও সভাপতি খগেন্দ্রনাথ সরকার জানালেন। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ ও ইটাহার ব্লক সহ দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি ব্লকের প্রায় ৫৬টি খন পালাগানের দল উৎসবে হাজির হয়েছিল। উঠে আসে

হারিয়ে যেতে বসা চাকাই সরি, শিশো সরি, হ্যাজাক সরি, মায়াবন্ধকী, দেখন সরির মতো বহু পুরোনো খনপালা। প্রবীণ পালাকার তথা অভিনেতা ভবেশ বসাক ও প্রবীণা খনশিল্পী আকুলবালা সরকার জানিয়েছেন, তিনদিনের উৎসব মূলত নতুন আর পুরাতনের মেলবন্ধন উৎসব হয়ে উঠেছিল। প্রথম মহিলা খন শিল্পী আকুলবালা জানান, ছয়ের দশকে তিনি যখন মহিলা হয়ে খন পালাগানে যুক্ত হয়েছিলেন তখন সমাজ তা মেনে নেয়নি। তাঁকে বাড়িছাড়া হতে হয়েছিল। স্বামীর হাত ধরে সমাজের রায় মেনে নিলেও তিনি হাল ছাড়েননি। এখনও হালুয়ানির সাজে মঞ্চে আসেন। উৎসবমঞ্চ থেকে প্রবীণ খন পালাগানের পালাকার খগেন্দ্রনাথ (খুশি) সরকারকে খনগুরু সম্মানপ্রদান করা হয় । খনপালার সাত শিল্পীকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। *—সৌরভ রায় / সংবাদচিত্র*

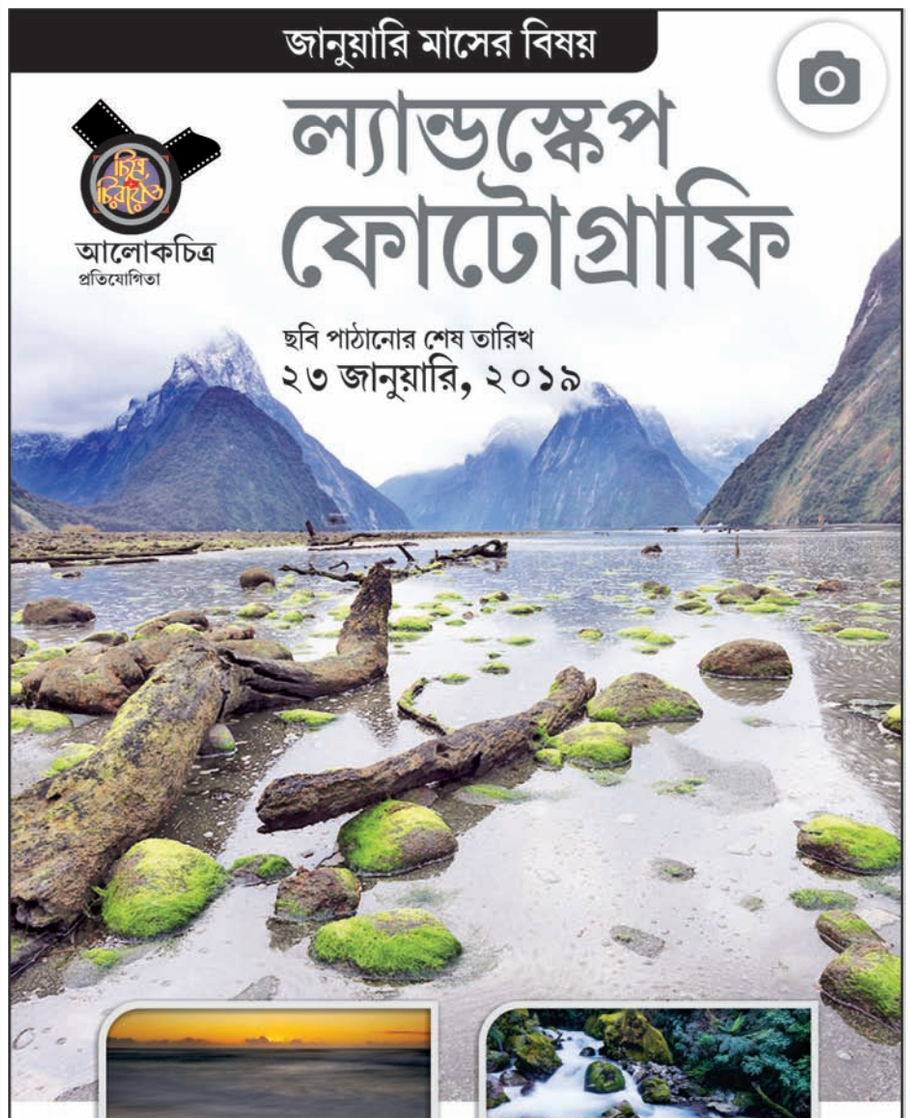

ফিনিক্সের নাট্য উৎসব

এলাদিদি নাটকের একটি দৃশ্য।

সম্প্রতি মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের দুর্গাকিংকর সদনে ফিনিক্স–এর প্রথম বর্ষ নাট্য উৎসব আয়োজিত হল। তিনদিনে চারটি নাটক মঞ্চস্থ হল। বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ময়ূরী মিত্র ও পরিমল ত্রিবেদী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্র ও পুষ্পজিৎ রায় উৎসবের উদ্বোধন করেন। ফিনিক্সের কর্ণধার অনুরাধা কুণ্ডা উপস্থিত ছিলেন। প্রথমদিনের নাটক প্রোটেক্টর। বিদেশের মাটিতে একটি বাঙালি পরিবারকে নিয়ে গল্প। এক দম্পতির ছোট্ট সন্তান হঠাৎই পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পায়। কিন্তু নাটকের শেষে দেখা যায় ত্রিশঙ্কু প্রেমের জেরে শিশুটির বাবা রাগের মাথায় নিজের সন্তানকে মারধর করে। কিন্তু বাবা বিষয়টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে চেয়ে খাট থেকে পড়ে যাওয়ার গল্প ফাঁদেন। কিন্তু আদালতে শেষমেশ প্রমাণিত হয়ে যায় বাবার কীর্তি। বিদেশের মাটিতে চাইল্ড প্রোটেকশন নিয়েই এই নাটকের প্রতিটি চরিত্র দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। নাটকটি নাটনাট্য সংস্থা প্রযোজিত। পরিচালনায় ময়ূরী মিত্র। দ্বিতীয় দিনের নাটক ছিল বালিগঞ্জ ব্রাত্যজনের। নাটক অর্ধাঙ্গিনী। নির্দেশক বিজন মুখোপাধ্যায় নিজেও অভিনয় করেছেন। স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন পিয়ালী চট্টোপাধ্যায়। নাটকের সংলাপ মূলত হাস্যরসসম্পন্ন। নাটকটি একটি সুখী পরিবারকে নিয়েই শুরু। কিন্তু দীর্ঘদিনের দাম্পত্য জীবন ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে ওঠে। একে অপরকে লুকিয়ে দুজনে পরকিয়ায় জড়িয়ে পড়ে। তবে শেষবেলায় দুজনেই উপলব্ধি করে যে স্বামী–স্ত্রী দুজনেরই দুজনকে প্রয়োজন। এই নাটকটি আগেও মালদা জেলার মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয়দিনে ছিল দুটি নাটক। একটি নাটক ছিল এলাদিদি। একক অভিনয় করেন ঋতুপর্ণা বিশ্বাস। এক ঘণ্টারও বেশি এই সময় ধরে ঋতুপর্ণা বিশ্বাস যেভাবে প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দর্শককে স্তব্ধ করে রাখেন তার প্রশংসা না করে উপায় নেই। নাটকটিতে মূলত ভারতীয় নারীদের চিরকালীন নির্যাতন, শোষণের কথা উঠে এসেছে। পরিচালনায় শুভেন্দু ভাণ্ডারী। অভিনেত্রী জানান, সারা দেশে এই নিয়ে নাটকটি ২৪৬ বার মঞ্চস্থ হচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন এই নাটকের দুটি চরিত্র এলাদিদি ও মুক্তা আত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ও দর্শকদের প্রত্যাশার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে নাটকের গল্পটাই। আত্মহত্যার বদলে দেশের নারীদের একটা দিশা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় নাটকটি ছিল রবীন্দ্রনাথের সম্পাদক। শিলিগুড়ির ঋত্বিক সংস্থার প্রযোজনায় নাটকটির মাধ্যমেই নাট্য উৎসব শেষ হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন শুভঙ্কর গোস্বামী। উৎসব শেষে অনুরাধা জানালেন, 'শুধুমাত্র নাটকের দর্শক তৈরি করতেই এই উৎসব। এই প্রয়াস জারি থাকবে আগামীতেও।'
—রত্না মজুমদার / সংবাদচিত্র

সংস্কৃতির পাতায় লিখতে চান? সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয় বা নিজের দেখা অনুষ্ঠানের উপর অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com–এ। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র অন্তত ৭ দিন আগে পাঠান আমাদের শিলিগুড়ি অথবা মালদা অফিসে।